THE COASTAL REGULATION ZONE (CRZ) NOTIFICATION 2011

A primer for coastal fishing communities

in Bengali

June 2011

উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড)
বিজ্ঞপ্তি ২০১১
উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক নির্দেশিকা

সূচনা

পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের মাননীয় রাজ্য মন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ এই ৬ই জানুয়ারী ২০১১ তারিখে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড) বিজ্ঞপ্তি ২০১১ (ভারত সরকার ২০১১) জারি করেন । ১৯৯১ সালের উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তির সংশোধনকে কেন্দ্র করে বহু বছর ধরে যে দীর্ঘ আলাপচারিতা চলছিল ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তি তার সমাপ্তি ঘটায় । জেলে সম্প্রদায় এবং পরিবেশ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন সেই সব সংস্থাগুলি এই দীর্ঘ আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে ইতিবাচক আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন ।

এই নির্দেশিকা জেলে সম্প্রদায় এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী। ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তু , জেলে সম্প্রদায় সংগঠনগুলি যে সব বিষয় নিয়ে বেশী চিন্তিত সেই সব দিকগুলি এবং তারা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের আরও উন্নত সংরক্ষণে কি ভূমিকা নিতে পারে - এই সব নিয়েই এই নির্দেশিকা ।

নির্দেশিকার প্রথমপর্বে আলোচিত হয়েছে বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য, জেলে সম্প্রদায়ের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে যেতে পারে এমন বিষয় সমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তৈরী , তার নিরীক্ষণ এবং তাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জেলে সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি হতে পারে বা কি হওয়া উচিত ।

নির্দেশিকার ২য় পর্বে (এখনও অসম্পূর্ণ) ২০১১ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু এবং মূল সুযোধ-সুবিধার সহজ সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ।

পর্ব ১

১। উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১১ কি ?

উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১১ ভারত সরকার দ্বারা জারি করা পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন , ১৯৮৬ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি । উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১১ দ্বারা ঘোষিত সি আর জেড এর অধীনে অঞ্চল হল সমুদ্র উপকূলবর্তী সমস্ত অঞ্চল এবং উপকূলভাগ থেকে ১১ মাইল বিস্তৃত জলভাগ। জোয়ার ভাটার প্রভাব যুক্ত অঞ্চলও এই সি আর জেড এর অন্তর্ভুক্ত । এই আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে শিল্প ও যে কোন প্রকার কার্যকলাপই সি আর জেড এর আওতাভুক্ত।

সি আর জেড ২০১১, সি আর জেড ১৯৯১ এর প্রতিস্থাপিত রূপ । এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২৫ টি সংশোধনের সবকটি পূর্বের মূল্য হারিয়ে ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে স্থান পেয়েছে । ফল স্বরূপ এই নতুন ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তি ভারতীয় উপকূল সংরক্ষণ প্রয়াসকে পিছনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে ।

বিজ্ঞপ্তি ২০১১ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ হল ঃ

- উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায় ও অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহের জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ।
- উপকূলীয় বিস্তার রক্ষা ও সংরক্ষণ করা ।
- গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক সমস্যা ও সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নির্ভর করে স্থায়ী পদ্ধতিতে উন্নয়ন চালু করা ।

২০১১ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সি আর জেড কে চার (৪) টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে । সি আর জেড - I (বাস্তুতন্ত্রগতভাবে সংবেদনশীল), সি আর জেড II (গঠিত অঞ্চল), সি আর জেড - III (গ্রামাঞ্চল), সি আর জেড - IV (আঞ্চলিক জলভাগ ও জোয়ার ভাটা প্রভাবিত জলাশয় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল।)

২। সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১১ এবং সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ১৯৯১ এর মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়?

– **আঞ্চলিক জলভাগের সংযোজন ঃ** ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তির এর এই বিজ্ঞপ্তিতে সমস্থ জলভাগ এবং সমুদ্রের ভিতরে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকা ও সেই সাথে জলভাগ এবং জোয়ার ভাটা প্রভাবিত অঞ্চল যেমন খাঁড়ি , নদী, এবং মোহনাকে ।

– **দ্বীপসমূহের জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি ঃ** আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ এবং এই দ্বীপপুঞ্জে সংলগ্ন বিস্তৃত জলভাগকে বিজ্ঞপ্তি ২০১১ এর আওতায় না ফেলে এই সব অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে দ্বীপ প্রতিরক্ষা অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি তৈরী করা হয়েছে ।

- **বিপদসীমা ঃ** উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায়ের জীবন, জীবিকা এবং সম্পত্তির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জোয়ার ভাটা, ঢেউ, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং সমুদ্রতটের পরিবর্তনকে মাথায় রেখে বিপদসীমাকে যুক্ত করা হয়েছে । উপকূলীয় অঞ্চল পরিচালন পরিকল্পনা (সি জেড এম পি) তে বিপদসীমাকে চিহ্নিত করা হবে । বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিপদসীমা এবং উচ্চ জোয়ার রেখা (এইচ টি এল) থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যবর্তী সমুদ্রসংলগ্ন স্থলভাগ যেমন এর আওতায় পড়বে ঠিক তেমনই আবার বিপদসীমা ও ১০০ মিটার পর্যন্ত ও জোয়ার ভাটা প্রভাবিত জলাশয়কেও এর আওতাভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সি আর জেড ভুক্ত এলাকা সমুদ্রতটের ৫০০ মিটারের ও বেশী অঞ্চল হয়তো প্রসারিত হবে । (অথবা জোয়ারভাটা খেলে এরকম জলাশয়ের আরও ১০০ মিটার বিস্তৃত অঞ্চলেকেও সি আর জেডে এর মধ্যে ফেলা হবে ।)

- **বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ঃ** ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের সমস্ত উপকূলবর্তী স্থান এক-ই নিয়মের আওতায় ছিল কিন্তু পরিবেশের বিভিন্নতা , আর্থ সামাজিক চাহিদা এগুলিকে মাথায় রেখে ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে বৃহত্তর মুম্বাই, কেরালা, গোয়া এই তিনটি স্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

  ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে বিবেচনাধীন উপসাগরীয় এলাকা (সি ভি সি এ) নামে একটা নতুন অঞ্চল ঘোষনা করা হয়েছে । পরিবেশ সুরক্ষা আইন (ই পি এ) ১৯৮৬ অনুসারে চিহ্নিত, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র সমন্বিত এলাকাকে এই সি ভি সি এ এর আয়তাভুক্ত করা হয়েছে ।

- **এস ই জেড অ-অনুমোদিত ঃ** ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সি আর জেড অঞ্চলে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (এস ই জেড) স্থাপন করা যাবে না ।

- **ছাড়পত্র পাওয়ার পদ্ধতি ঃ** ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে সি আর জেড এর ছাড়পত্র পাওয়ার কোনো পদ্ধতির উল্লেখ নেই । ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে ছাড়পত্রটি কতদিনের জন্য বৈধ্য সে বিষয়েও কোন উল্লেখ নেই । ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন পত্রের কোন খসড়ার উল্লেখও বিজ্ঞপ্তিতে নেই। ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে এ ধরনের ছাড়পত্র পাওয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির এবং বৈধ সময়সীমা উভয়েরই উল্লেখ আছে ।

- **তদারকি এবং বলবৎকরন ঃ** লঙ্ঘন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিজ্ঞপ্তিতে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা বলবৎকরনের উপায়গুলিকে জোরদার করা হয়েছে । আবার ছাড়পত্র পাওয়ার পর প্রকল্পটির দেখভাল করার প্রক্রিয়াকে রাখাই হয় নি ।

- **স্বচ্ছতা ঃ** স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ এবং জনসাধারনের মতামত বিজ্ঞপ্তি ২০১১ তে রাখা হয়েছে ।

- **ক্ষয়প্রবণ অঞ্চলের চিহ্নিতকরণ ঃ** মানুষের নানা কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট ভূমিক্ষয়কে গুরুত্বদিয়ে উচ্চক্ষয় প্রবণ অঞ্চলে সমুদ্রতটের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে , ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে সমুদ্র উপকূলকে ক্রমান্বয়ে উচ্চক্ষয়প্রবণশ্রেণী, মধ্যক্ষয়প্রবণ শ্রেণী ও নিম্নক্ষয়প্রবণ স্থিতিশীল শ্রেণীতে ভাগ করার জন্য বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

- **বিশেষ উদ্দেশ্যে নো ডেভেলপমেন্ট জোন (এন ডি জেড) এ শিথিলতা ঃ** বিশেষ পরিস্থিতিতে নো ডেভেলপমেন্ট জোন (এন ডি জেড) এর ১০০ মিটার থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে বংশপরম্পরায়

বসবাসকারী উপকূলীয় সম্প্রদায় , বিশেষত জেলেদের বাসস্থানের জন্য গৃহ নির্মাণ / পুনঃনির্মাণ এর সুযোগকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।

৩। ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তির মূখ্য সমস্যা কোথায় এবং কোথায় আপত্তি ওঠা উচিৎ ?

– **উপকূলের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এমন ব্যবস্থাকে সম্মতি দান ঃ** ক্রিয়াকলাপ যা প্রত্যক্ষভাবে জলের সম্মুখ ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় অথবা এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় সেই সব ক্রিয়াকলাপকে ২০১১ র বিজ্ঞপ্তিতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে । যেমন মুম্বাই এ সবুজ উপত্যকা বিমান বন্দর (গ্রীন ফিল্ড এয়ারপোর্ট) এবং পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ।

– **স্টিলট এবং পিলারের উপর রাস্তার অনুমতি ঃ** সি আর জেড এ স্টিলট বা পিলারের উপর রাস্তা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে । যদিও পরিস্কার ভাবে এ বিষয়ে কিছু বলা হয় নি । এ জাতীয় অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধার ফাঁক ফোকর দিয়ে অনেক অপব্যবহারের রাস্তা বেরিয়ে আসবে । ফলে স্পর্শকাতর পরিবেশে সমুদ্রের তটভূমিতে এক্সপ্রেসওয়ে আর ফ্লাইওভারের মত পরিযোজনা তৈরি হতে পারে যা চেন্নাই এবং মুম্বাইতে ইতিমধ্যে দেখা গেছে ।

– **রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যস্থরের সি জেড এম এ তে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকা ঃ** রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যস্তরের সি জেড এম এ তে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে কোথাও রাখা হয় নি । জেলে সম্প্রদায় দীর্ঘ দিন ধরে সেই প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিয়ে আসছে । উপকূলের সাথে সব থেকে নিবিড় সম্পর্ক যাদের , যারা পরম্পরাগতভাবে সেই পরিবেশের রক্ষক সেই জেলেদের এত বড় কর্মযজ্ঞে সামিল না করায় তাদের সাথে পরিবেশের স্বাভাবিক সম্পর্ককে দূরে ঠেলে রাখা হল ।

– **এন ডি জেড এ নির্মাণ / পুনঃনির্মাণের সুযোগ দেওয়া সমস্যাজনক ঃ** বিশেষ পরিস্থিতিতে সি আর জেড - III এর নো ডেভলপমেন্ট জোন (১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে) বংশপরম্পরায় বসবাসকারী সমুদ্র উপকূলীয় সম্প্রদায় , বিশেষত জেলেদের বাসস্থান নির্মাণ / পুনঃনির্মাণের সুযোগ দেওয়া সমস্যাজনক । সকল উপকূলীয় সম্প্রদায়কে এই সুযোগের আওতায় আনলে এই বিজ্ঞপ্তিতে কিছু গলদ থেকে যাচ্ছে । যার ফলে এর অপব্যবহার হতে পারে । ফলত ঃ নির্মাণ কার্য বেশী পরিমানে বাড়বে তার প্রভাব পড়বে উপকূলীয় সম্পদের ওপর যা কিনা এন ডি জেড -এর , সি আর জেড III এলাকার মধ্যে অবস্থিত। জেলে সংস্থাগুলি আবেদন করেছিল যে এই সুযোগ সুবিধা কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া যেতে পারে যেখানে জেলে সম্প্রদায়ের গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে জমির সঙ্কুলান হচ্ছে না । কেন না এটা মাথায় রাখতে হবে যে জেলে সম্প্রদায়কে তাদের পেশার জন্য সমুদ্র উপকূলেই থাকতে হবে ।

– **সি ভি সি এ সমস্যাজনক ঃ** সঙ্কটাপন্নরূপে বিবেচনাধীন উপকুলীয় অঞ্চলের প্রস্তাব যে টপডাউন ব্যবস্থাপনাকে উল্লেখ করা হয়েছে তা শঙ্কিত করে । কেননা সেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা সংকীর্ণ । জেলে সম্প্রদায় সংগঠনগুলির দাবী ছিল এর পরিবর্তে হওয়া দরকার সম্প্রদায় দ্বারা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ।

- **মুম্বাই এ বস্তি পুনর্বিকাশ ঃ** মুম্বাই এর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার অন্তর্গত উচ্চতল স্থান সূচাঙ্ক (এফ এস আই) এর সঙ্গে বস্তি পুনর্বিকাশ অনুমতি সাপেক্ষ । সমুদ্রতল বৃদ্ধির ফলে বিপদের সম্ভাবনা , ম্যানগ্রোভ এলাকা এবং অতিসংবেদনশীল এলাকায় বস্তি পুনর্বিকাশের অনুমতি যুক্তিযুক্ত কিনা সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন থেকেই যায় । এফ এস আই এ বস্তিবাসীদের কোন সুবিধা হওয়ার আশা নেই । পরিবর্তে বিল্ডাররা বাহিরের লোকের কাছে অতিরিক্ত অ্যাপাটমেন্ট বিক্রি করে লাভের আশা করতে পারে । এর সুদূর প্রসারী ফল স্বরূপ মুম্বাইর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার নির্মাণ ঘনত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে ।
- **আঞ্চলিক ই আই এ তৈরীর সুযোগ নেই ঃ** ২০১১ এক বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাক্তিগত পরিযোজনা কার্যকরী করার জন্য আঞ্চলিক পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ণ (ই আই এ) এর ব্যবহার করার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি । ধারনক্ষমতাকে মাথায় রেখে বর্তমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি সামগ্রিকভাবে পরিবেশের উপর কি প্রভাব ফেলছে তার হিসেব পাওয়া যেত ।
- **সি জেড এম পি - র বারংবার সংশোধনের অনুমতি ঃ** বিজ্ঞপ্তিতে উপকূলীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে যোজনা (সি জেড এম পি) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর (প্রয়োজনে আরো কম সময়ের ব্যবধানে) সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । জেলে সম্প্রদায়ের দাবী ছিল সি জেড এস পির সংশোধন ১০ বছর অন্তর করা । কারণ হিসাবে তারা বলেছিল বারংবার সংশোধনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলকে বারবার পুনঃবিন্যাস করা হবে । এবং এর ফলে যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছিল তা দুর্বল হয়ে পড়বে ।

  নতুন এলাকাকে এর মধ্যে নেওয়া সম্ভব ঃ এই সম্পর্কিত সমস্যা হল সি জেড এম এ তে প্রস্তাব করে সি আর জেড III এলাকা (মূলত গ্রামীণ এলাকা) থেকে সি আর জেড II এলাকাতে (নির্মিত এলাকা যেখানে নির্মাণ এবং অন্য বিকাশের উপর অল্প কিছু নিয়ম ধার্য) পুনঃবর্গিকরণ চাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তবিক উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য না করে গৃহীত সি আর জেড - III থেকে সিআর জেড II তে পুনঃবর্গিকরণের এই রূপ প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে । যার ফলে সমুদ্রতটে নির্মাণের ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গেছে । আর এর ফলে গুরুত্ব হারাল সি জেড এস এ তে রাজ্য / কেন্দ্র স্থরে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব যেখানে এই জাতীয় পুনঃবর্গিকরণ কে যাচাই করা হয় ।

৪। সি আর জেড ২০১১ তে এমন কি কি প্রস্তাব আছে যা জেলে সম্প্রদায়ের পক্ষে ?

২০১১ -এর বিজ্ঞপ্তিতে কিছু সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উপযোগী হতে পারে । উপালগুলির সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের একাত্ব হওয়াটাও জরুরী ।

সিদ্ধান্তগঠনে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ঃ

- **জেলাস্তরে প্রতিনিধিত্বকরণ ঃ** ২০১১ বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় পরম্পরাগত ভাবে বসবাসকারী উপকূলীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে । বিশেষত জেলাস্তরীয় সমিতির পক্ষ থেকে জেলেদের নির্ধারণ করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে । যেখানে জেলাধিকারির অধ্যক্ষতায় থেকে জেলেরা

বিজ্ঞপ্তি [পেরা ৬ (সি)] নিরীক্ষণ এবং কার্যকরী করতে পারবে । রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সি জেড এম এর প্রাথমিক দায়িত্ব হল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়ের নিরীক্ষণ ও তাকে বাধ্যতামূলক করা ।

যোজনায় জেলে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ঃ

– **সি জেড এম পি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ঃ** ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপুর্ন হল যোজনা চূড়ান্ত পর্যায় গৃহীত হওয়ার পূর্বে সি জেড এম পি তৈরীর বিভিন্ন ধাপে তাকে পরমর্শমূলক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করা । সি জেড এম পি এর ক্ষেত্রে জরুরী হল স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে সি জেড এম পির খসড়ার ওপর মতামত চেয়ে তাকে খসড়ার সাথে যুক্ত করা , [পেরা ৫(ii) , (vi), (vi), (vii), (viii) পরিশিষ্ট ১, পেরা (iv)] জেলে সম্প্রদায়ের কাছে সি জেড এম পি তৈরীতে মতামত দানের এটা একটা বড় সুযোগ ।

  সি জেড এম পি চায় জেলে বস্তি এবং জেলে সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তির (জেটি, মাছ শুকোনোর অঞ্চল এবং জেলে ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ) মানচিত্র নির্ধারণ করতে [পরিশিষ্ট ১, পেরা - (ii), 7] এটা জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সুযোগ যে তারা সি জেড এম পির মাধ্যমে বাস্তবিক ভূমি ব্যবহারের অবস্থা প্রকাশ করবে এবং যখন সেই জমির দখলদারি অন্য কেউ নিতে আসবে তখন সি জেড এম পি - এর মাধ্যমেই তার অধিকার সুনিশ্চিত করবে ।

– **জেলেবস্তির জন্য যোজনা ঃ** উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক যোজনা তৈরীতে পরিশিষ্ট ১ এ বলা হয়েছে উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জন্য অদূর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পরিসেবা স্যানিটেশন, সুরক্ষা এবং আপদকালীন ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। জেলে সম্প্রদায়ের উচিত রাজ্যের সাথে হাত মিলিয়ে সেই ব্যবস্থাকে বলবৎ করা যাতে করে তাদের গ্রামে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আবাসন ও তৎসম্পর্কিত সুবিধা

– **বাসস্থানের অন্তর্ভুক্তি ঃ** সি আর জেড ১৯৯১ তে জেলে সম্প্রদায়ের বাসস্থানকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও যারা সেই সম্মতি অর্জন করেনি তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তের অধীনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (i) কোন ব্যবসায়িক কার্যাবলীর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। (ii) পরম্পরাগতভাবে বসাবসকারী নয় এমন উপকূলীয় সম্প্রদায়কে বিক্রয় করা অথবা হস্তান্তরিত করা যাবে না [পেরা ৬ (ডি)]। এই অন্তর্ভূক্তি সম্প্রদায়ের উপকারে লাগবে।

– **আবাসনের পুনঃনির্মাণ/সংস্কার** ঃ স্থানীয় অঞ্চল এবং শহর যোজনা অনুসারে স্থানীয় সম্প্রদায় বিশেষত জেলেদের আবাসনের সংস্কার পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের জন্য সি আর জেড এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে [পেরা ৩ (ই)]

– **সি আর জেড III তে ২০০ থেকে ৫০০ মিটার এর মধ্যের আবাসনের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ** ঃ ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে আবাসনের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ যদি পরম্পরা গত ভাবে বসবাসকারীদের অধিকার ও তাদের ব্যবহারের অধীনে হয় তাহলে ১৯১১ এর বিজ্ঞপ্তির মতো সি আর জেড III তে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য বাসভবনের অনুমতি স্থানীয় শহর এবং দেশ যোজনার নিয়মের অধীন হবে যার নির্মাণের উচ্চতা কখনই ৯ মিটারের বেশী অর্থাৎ দু'তলার বেশী হবে না

[পেরা ৮, III (সি আর জেড-III) বি (VII)] । যদিও অন্যান্য নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী অনেকটাই শিথিল। ২০১১ বিজ্ঞপ্তিতে এমন কোন শর্ত নেই যেখানে অনুমতি তখনই দেওয়া হবে যখন বাসস্থানের মোট সংখ্যা পূর্বের সংখ্যার দ্বিগুনের থেকে বেশী হবে না এবং প্রতি তলার মোট ঘেরা ক্ষেত্রের আকার ৩৩ শতাংশের বেশী হবে না।

- **সি আর জেড III -এ এন ডি জেড এর শিথিলতা** ঃ নো ডেভলপমেন্ট জোন এর ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে পরম্পরাগতভাবে বসবাসকারী সমুদ্র উপকুলীয় সম্প্রদায়, বিশেষত জেলেদের বাসস্থানের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের অনুমতিতে ছাড় দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পারম্পরাগতভাবে বসাবসকারী উপকূলীয় সম্প্রদায়, বিশেষত জেলেদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে আপদকালীন ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন এর জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে রাজ্য সরকার/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের দ্বারা গৃহীত কমপ্রিহেনসিভ যোজনার ওপর ভিত্তি করে তা হবে। [পেরা ৮, III (সি আর জেড-III), এ (ii) উল্লেখ] এন ডি জেড এ ছাড় দেওয়ার ফলে ১০০ থেকে ২০০ মিটার অঞ্চলে অবাঞ্ছিত নির্মাণের যে গুপ্ত পথ খোলা হয়েছে তার দিকে সতর্ক থাকা দরকার।

- **এন ডি জেড এ সুবিধা** ঃ সি আর জেড III -এর অন্তর্গত এন ডি জেড -এ ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু এলাকা বানাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মাছ শুকনো করার জায়গা, নিলামের জন্য অঞ্চল, জাল মেরামতির অঞ্চল, নৌকা নির্মাণের স্থান, বরফ তৈরীর কারখানা, বরফ টুকরো করার জায়গা ইত্যাদি ইত্যাদি [পেরা ৮, III (সি আর জেড-III), এ (iii) এল]।

  ঔষধালয়, স্কুল, বৃষ্টির জন্য ছাদ, সামুদায়িক শৌচাগার, সেতু, রাস্তা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, জল নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রনালী, শশ্মান, কবরস্থান এবং বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এই সবগুলি যা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা সি জেড এম এ -এর মাধ্যমে এক এক করে দেখে অনুমতি মিলতে পারে। [পেরা ৮, III (সি আর জেড-III), এ (iii) (জে)]।

- **মুম্বাই এর কোলিওয়ারা এর জন্য বিশেষ উপায়** ঃ গ্রেটার মুম্বাইয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় কোলিওয়ারা (জেলেবস্তি) এর মানচিত্র তৈরী করে সি আর জেড-III এর অন্তর্গত করা হয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে জেলে সম্প্রদায়ের বাসস্থানের পুনঃনির্মাণ এবং মেরামতির অনুমতি প্রদান করা হবে। এ প্রস্তাবে মুম্বাই এর জেলে সম্প্রদায় নিজস্ব জমির উপর তাদের যে অধিকার তাকে মান্যতা দেবে। জেলে বস্তির সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বস্তি উন্নয়নের মধ্যে না গিয়ে দীর্ঘকালীন উন্নতির পথ এতে সুপ্রশস্ত হবে।

তথ্যের উপলব্ধতা

- **তথ্যের উপলব্ধতা** ঃ ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সি জেড এম পি সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যেমন যোজনার সম্মতিপত্রে কি করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য, লঙ্ঘন, লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সি আর জেড সম্পর্কিত আদালতের আদেশ সংক্রান্ত সব রকমের তথ্য বাধ্যতামূলক ভাবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে রাখতে হবে। সি আর জেড সম্পর্কিত যে কোন তথ্যের জন্য সি জেড এম এ -এর কাছে লিখিত আকারে জানতে চাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও সি জেড এম এ -এর ক্ষেত্রে প্রতি রাজ্য/কেন্দ্র শাষিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রতি সি জেড এম এর জন্য সম্পর্কিত ওয়েবসাইট

তৈরীর কথা বলা হয়েছে। যেখানে উপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সভার বিষয়বস্তু, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং তার মঞ্জুরি সম্পর্কিত তথ্য থাকবে। গুরুত্বপুর্ণ হল রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই তথ্যগুলো অবশ্যই যে প্রকাশ পাচ্ছে তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্যের সঠিক ব্যবহারও দরকার।

উপকূলীয় জলসম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের দূষণ ও উৎকর্ষতা হ্রাস নিয়ন্ত্রণ

– সমুদ্রতট থেকে সমুদ্রের ১২ মাইল বিস্তৃত জলভাগ অঞ্চল ও জোয়ার ভাটার প্রভাব যুক্ত জলরাশিকে সি আর জেড IV এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে এমন যে কোন কার্য এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। উদাহরণস্বরূপ অ-পরিশোধিত নর্দমার নোংরা জল, কর্দমাক্ত জল, জাহাজধৌত জল, শুষ্ক ছাই যে কোন অবস্থা থেকে সৃষ্ট শুষ্ক বর্জ্য এমনকি ভেড়ীর মৎসচাষও এই ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তেল ও গ্যাসের উৎক্ষণন, খনি ঘরযুক্ত নৌকা এবং জাহাজ সম্পর্কিত সব রকমের দূষণকেও সি আর জেড IV -এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে [পেরা ৮, IV (এ) এবং (বি)]।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সমস্ত উপকূলীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার তারিখ (৬ই জানুয়ারী ২০১১) থেকে দু'বছরের মধ্যে সমস্ত শিল্প, শহর, ছোটশহর এবং অন্যান্য মানববসকি থেকে নির্গত বর্জ্য এবং জলকে পরিশোধিত না করে নিক্ষেপ করা যাবে না। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হল বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার এক বছরের মধ্যে জঞ্জাল (নির্মাণ কার্য্যের ফলে উৎপন্ন জঞ্জাল, শুষ্ক ছাই) সরিয়ে ফেলতে হবে।

কেননা উপকূলবর্তী জল এবং বাস্তুতন্ত্রের দূষণ ও উৎকর্ষতা হ্রাস জেলে সম্প্রদায়ের বিশেষ চিন্তার বিষয়। ফলে এই ব্যবস্থাকে যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে তা জেলে সম্প্রদায়ের নিকট খুবই উপযোগী হবে। এ জাতীয় দূষণ এবং স্তুপীকৃত ময়লা নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলে সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করা উচিত। সেই সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের গোচরে আনাও উচিত।

৫। নিয়মের লঙ্ঘন আটকাতে জেলে সম্প্রদায় কি ভূমিকা পালন করবে ?

ভারতের সমগ্র উপকূল জুড়ে জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। তারাই জানে উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং উপকূলীয় জলভাগে কি ধরণের কার্য হচ্ছে। সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১১ অনুসারে উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে ফলপ্রসূ কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদেরই বেশি আগ্রহ। সকলে জানে যে ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তির দুর্বল প্রয়োগের ফলে উপকূলভাবে অবাধ ভাবে বেআইনি উন্নয়ন গড়ে উঠেছিল যা জেলে সম্প্রদায়ের জীবন এবং জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ জাতীয় ঘটনাকে এড়াতে সম্প্রদায়গুলোর সদা সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সম্প্রদায় সমূহকে সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১১ এর সাথে বিশেষভাবে একাত্ব হওয়া প্রয়োজন। এস সি জেড এম এ -এর অন্তর্গত উপকূলীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক যোজনা (সি জেড এম পি) এর ক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপ একান্তভাবে কাম্য। এ বিষয়ে মাথায় রাখা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন সি

জেড এম পি বিজ্ঞপ্তি গৃহীত না হচ্ছে (২০১১ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে) ততক্ষণ পর্যন্ত ১৯৯১ এর সি আর জেড অনুসারে সি জেড এম পি কেই অনুসরন করতে হবে।

সি আর জেড I, II, III (উপকূলভূমি) এর মধ্যের উল্লঙ্ঘন ঃ

সম্প্রদায়গুলোকে সি আর জেড অন্তর্গত (মাথায় রাখা দরকার ক্ষেত্রগুলি সি আর জেড I, II, III) বৃহৎ প্রকল্প এবং বাসস্থান সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে। সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১১ এর অন্তর্গত সন্দেহজনক যে কোন প্রকার লঙ্ঘনকারী কার্যাবলীর জন্য অনেকরকম পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

- প্রকল্প সম্পর্কে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ যেমন সংস্থার নাম, সরকারী দপ্তর, এজেন্সী অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম, যে বা যারা প্রকল্পটির রূপায়ন করছে এবং তার সঠিক অবস্থান (জরিপ সংখ্যা)।

- পরীক্ষা করে দেখা প্রকল্পটি নির্মাণে সি জেড এম এর অনুমোদন আছে কিনা। ২০১১ এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রকল্প সম্পর্কিত সকল ছাড়পত্র রাজ্য/কেন্দ্র শাষিত অঞ্চলের সি জেড এম এ -এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ হওয়া জরুরী। যদি কখনও এই জাতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে না থাকে তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধীয় সি জেড এম এ -এর কাছে তার ব্যাখ্যা চেয়ে তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানানো উচিত।

- যদি দেখা যায় প্রকল্পটির অনুমোদন নেই অর্থাৎ প্রকল্পটি বেআইনি সেক্ষত্রে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য/কেন্দ্র শাষিত অঞ্চলের উপকূলীয় ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা (সি জেড এম এ) সেই সঙ্গে পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়ের কাছে অভিযোগ জানানো উচিত । আর তার একটি প্রতিলিপি এন এফ এফ এর মহাসচিবের কাছে পাঠানো দরকার।

- এটাও সম্ভব যে প্রকল্পটি হয়তো ছাড়পত্রে উল্লিখিত নিয়ম নীতি মেনে চলছে না। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ হল ছাড়পত্রের প্রতিলিপি জোগাড় করে তাকে পুনরায় নিরীক্ষণ করা।

- যদি সন্দেহ থাকে প্রকল্পের যে অনুমতি পেয়েছে তা সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি (সি আর এম পি লক্ষণীয়) উল্লিখিত উপায়াবলীকে লঙ্ঘন করে এবং প্রকল্পটির ফলে বাস্তুতন্ত্রের উপর এর বিশেষ প্রভাব হতে পারে সেক্ষেত্রে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে সেই পরিযোজনার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া দরকার নিজেদের তাগিদে। এই বিষয়ে দেখতে হবে কি জাতীয় কর্মকান্ড চলছে। প্রকল্পটি কি রকমের প্রভাব ফেলেছে বা ফেলবে। লঙ্ঘন হচ্ছে তার স্থির চিত্র, গুগুল আর্থের সাহায্যে প্রকল্পের সঠিক অবস্থান ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে লঙ্ঘনের প্রকৃতি প্রদর্শন করা।

- সমস্ত অভিযোগ রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়ের নিকট পাঠান উচিৎ এবং তার একটি প্রতিলিপি এন এফ এফ এর মহাসচিবের কাছেও পাঠান প্রয়োজন। পরিশিষ্টতেও প্রয়োজনীয় ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

- যে তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক সেগুলি সম্পর্কিত এস সি জেড এম-এ, গ্রামপঞ্চায়েত অথবা নগর নিগম এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয় থেকে রাইট টু ইনফরমেশন আইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সি আর জেড IV এর অন্তর্গত লঙ্ঘন (দেশের অধিনস্থ জলভাগ এবং জোয়ার ভাটার প্রভাব যুক্ত জলাশয়)

জমা করা জঞ্জাল, উপকূলীয় জলদূষণ এর ব্যাপারে সমপ্রদায়গুলির উচিত সতর্ক থাকা। এ জাতীয় সেক্ষেত্রে [সম্ভাব্য পুংখানুপুঙ্খ বিবরণ, বিশেষত চিত্র, গাড়ীর নম্বর, নৌকা/ জাহাজের নাম সঠিক অবস্থান ইত্যাদি] রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের উপকূলীয় ব্যবস্থাপক সংস্থা, পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন করা প্রয়োজন।

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ১৯৯১ এর লঙ্ঘন

২৫শে জানুয়ারী ২০১১ পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয় (এম ও ই এফ) উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সমস্ত উপকূলীয় ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা (সি জেড এম এ) এর উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ ৫ অধীনে পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ (মেমো সংখ্যা ১১-৮৩/২০০৫-Iএ-III তাঃ ২৫-০১-২০০৫) মারফত নির্দেশ জারিতে বলেছিল ঃ

(ক) উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ১৯৯১ এর লঙ্ঘনকে চিহ্নিত করা এবং এক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা পাওয়ার চার মাসের মধ্যে সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের অধিকারের অন্তর্গত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্তাপক যোজনা গৃহীত করা।

(খ) লঙ্ঘন চিহ্নিত হওয়ার ৪ মাসের মধ্যে লঙ্ঘনের ওপর পরিবেশ (সূরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এর প্রয়োগ করা।

(গ) প্রতি ১৫ দিন অন্তর চিহ্নিত লঙ্ঘন কার্য সম্পর্কিত তথ্য এবং লঙ্ঘনের বিপক্ষে কি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে উপেরর অনুচ্ছেদে (ক), (খ), অনুসারে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

বিগত শেষ দু'দশকে কি জাতীয় লঙ্ঘন ঘটেছে এবং রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের উপকূলবর্তী ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয় কি দায়ভার গ্রহণ করেছে তা জানার এটা একটা বড় সুযোগ।

যতটা সম্ভব এ লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা (আগেই আলোচিত হয়েছে) প্রয়োজন। রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এর সি জেড এম এ এবং এম ও ই এফ এর কাছে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে বিস্তারিত দরখাস্ত দেওয়া দরকার। আর তার একটি প্রতিলিপি এন এফ এফ এর সাধারন সম্পাদক কে দেওয়া দরকার।

পরিশিষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট এবং ঠিকানা সমূহ

ওয়েবসাইট

সরকারী সংস্থা ঃ

রাষ্ট্রীয়স্তর ঃ পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়

www.moef.nic.in
http://envfor.nic.in/legis/crz.htm
http://moef.nic.in/modules/others/?f=press-releases
http://moef.nic.in/modules/public-information/orders-guidelines/

রাজ্যস্তর ঃ

গুজরাট ঃ http://gujenvfor.gswan.gov.in/e-citizen/e-citizen-clearances.htm

দমন এবং দিউ ঃ www.daman.nic.in

মহারাষ্ট্র ঃ http://mczma.maharashtra.gov.in/
http://envis.maharashtra.gov.in/
http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=mczma_s

কর্নাটক ঃ http://parisara.kar.nic.in/

কেরালা ঃ http://www.kerenvis.nic.in/kczma/

তামিলনাডু ঃ http://www.tnenvis.nic.in/crz_noti_coastal.htm

পন্ডিচেরী ঃ http://dste.puducherry.gov.in/PCZMAHOME.htm

পশ্চিমবঙ্গ ঃ http://wbsczma.gov.in/
http://enviswb.gov.in/

ঠিকানাসমূহ

পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয় মুখ্যকার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়	**<u>দক্ষিনাঞ্চল, বাঙ্গালোর</u>** শ্রী কে. এস. রেড্ডী মুখ্য বন সংরক্ষক (কেন্দ্রীয়) কেন্দ্রীয় সদন, ৫ম তল ই এবং এফ উইং, ২য় ব্লক, করমঙ্গলা বাঙ্গালোর-৫৬০০৩৪ দূরভাষ - ০৮০-২৫৫৩৭১৮৪ ফ্যাক্স নং - ০৮০-২৫৫৩৭১৮৪ **<u>পূর্বাঞ্চল, ভুবনেশ্বর</u>** শ্রী জে. কে. তিওয়ারী মুখ্য বন সংরক্ষক (কেন্দ্রীয়) এ/৩, চন্দ্রশেখরপুর, ভূবনেশ্বর - ৭৫১০২৩ দূরভাষ - ০৬৭৪-২৩০১২১৩ ফ্যাক্স নং - ০৬৭৪-২৩০২৪৩২ **<u>পশ্চিমাঞ্চল, ভোপাল</u>** শ্রী এ. কে. রানা মুখ্য বন সংরক্ষক (কেন্দ্রীয়) কেন্দ্রীয় পর্যাভরনভবন লিঙ্ক রোড নং ৩ ভোপাল -৪৬২০১৬ দূরভাষ - ০৭৫৫-২৪৬৫৪৯৪
রাষ্ট্রীয় উপকূলবর্তী ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা	অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় উপকূলয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়, ভারত সরকার, পর্যাভরনভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, লোদি রোড নিউ দিল্লী-১১০০০৩
রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা	
গুজরাট	অধ্যক্ষ, গুজরাট উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং প্রধান সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়, ব্লক নং ১৪, ৯ম তল, সচিবালয়, গান্ধীনগর- ৩৮২০১০, গুজরাট সদস্য সচিব, গুজরাট রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়, ব্লক নং-১৪, ৯ম তল, সচিবালয়, গান্ধিনগর-৩৮২০১০
দমন এবং দিউ	অধ্যক্ষ, দমন এবং দিউ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং প্রশাসক দমন এবং দিউ, দমন- ৩৯৬২১০ উপ বন সংরক্ষক, উপ বন সংরক্ষক কার্যালয়, দমন এবং দিউ প্রশাসন, দমন- ৩৯৬২১০
মহারাষ্ট্র	অধ্যক্ষ, মহারাষ্ট্র উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, পরিবেশ বিভাগ,

	১৬তল, নতুন প্রশাসনিক ভবন, মন্ত্রালয়ের বিপরীতে, মাডাম কামা রোড মুম্বই - ৪০০০২০ সদস্যসচিব, মহারাষ্ট্র উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, পরিবেশ বিভাগ, উপ সচিব, ১৬ তল, নতুন প্রশাসনিক ভবন, মন্ত্রালয়ের বিপরীত, মাডাম কামা রোড, মুম্বই - ৪০০০২০
গোয়া	অধ্যক্ষ, গোয়া রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং মুখ্য সচিব পাঞ্জিম, গোয়া। সদস্য সচিব, গোয়া উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, গোয়া সরকার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিভাগ, সালিগাও সেমিনারির বিপরীতে, সালিগাও, গোয়া-৪০৩৫১১
কর্নাটক	অধ্যক্ষ, কর্নাটক রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং মুখ্য সচিব, বন, বাস্তু এবং পরিবেশ বিভাগ, কর্নাটক সরকার, মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, কে. জি. রোড, বাঙ্গালোর- ৫৬০০০১ সদস্যসচিব, কর্নাটক রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক, পরিবেশ প্রযুক্তি বিভাগ, বন, বাস্তু এবং পরিবেশ বিভাগ, কর্নাটক সরকার, মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, কে. জি. রোড, বাঙ্গালোর- ৫৬০০০১
কেরালা	অধ্যক্ষ, কেরালা রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, শাস্ত্র ভবন, পট্টোম, তিরুবানান্তপুরম- ৪ সদস্য সচিব, কেরালা রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ পরিষদ, শাস্ত্র ভবন, পট্টোম, তিরুবানান্তপুরম- ৪
লাক্ষাদ্বীপ	অধ্যক্ষ, লাক্ষাদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং প্রশাসক লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসক, কাভারাতি -৬৮২৫৫৫ সদস্য সচিব, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং লাক্ষাদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা লাক্ষাদ্বীপ সংঘ শাসিত অঞ্চল প্রশাসক, কাভারাতি- ৬৮২৫৫৫
তামিলনাড়ু	অধ্যক্ষ, তামিলনাড়ু রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং প্রধান সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রালয়, ২য় তলা, পানাগাল ভবন, সাইদাপেট, চেন্নাই- ৬০০০১৫, তামিলনাড়ু

	সদস্য সচিব, তামিলনাডু রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক, পরিবেশ বিভাগ, তামিলনাডু সরকার, ১ম তলা, পানাগাল ভবন, সাইদাপেট, চেন্নাই- ৬০০০১৫, তামিলনাডু
পন্ডিচেরী	অধ্যক্ষ, পন্ডিচেরী উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা মুখ্য সচিব, বিজ্ঞান বিভাগ, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ এবং বাসস্থান বোর্ড, পন্ডিচেরী- ৬০৫০০১ সদস্যসচিব, পন্ডিচেরী উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক, বিজ্ঞান বিভাগ। প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং বাসস্থান বোর্ড, পন্ডিচেরী- ৬০৫০০১
আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	অধ্যক্ষ, আন্দামান এবং নিকোবর উপকূলীয় অঞ্চল ব্যসবস্থাপক সংস্থা প্রধান বন সংরক্ষক আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রশাসন, চাথাম, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪১০২ বনসংরক্ষক এবং সদস্য সচিব আন্দামান এবং নিকোবর উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রশাসন, চাথাম, পোর্টব্লেয়ার- ৭৪৪১০২
অন্ধ্রপ্রদেশ	অধ্যক্ষ, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার, পরিবেশ, বন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ, সচিবালয়, হায়দ্রাবাদ- ৫০০০২২ সদস্য সচিব, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার পরিবেশ, বন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ, সচিবালয়, হায়দ্রাবাদ -৫০০০২২
উড়িষ্যা	অধ্যক্ষ, উড়িষ্যা রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং প্রধানসচিব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং বন শাখা, উড়িষ্যা সচিবালয়, ভূবনেশ্বর- ৭৫১০০১ সদস্য সচিব, উড়িষ্যা রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং নির্দেশক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং বন শাখা, উড়িষ্যা সচিবালয়, ভূবনেশ্বর- ৭৫১০০১
পশ্চিমবঙ্গ	অধ্যক্ষ, সচিব, পরিবেশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ, জি ব্লক,

	৩য় তল, কলকাতা- ৭০০০০১ সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ দূষন নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ দূষন নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এল.এ. সেক্টর III, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৯৪

রাষ্ট্রীয় মৎসজীবি ফোরাম (এন এফ এফ)-এর ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী
২০/৪ শীল লেন
কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ
E-mail : pradipdisha@gmail.com

www.coastalcampaign.page.tl

WEST BENGAL

SIKKIM
BHUTAN
Darjiling
DARJILING
JALPAIGURI
Jalpaiguri
KOCH BIHAR
Koch Bihar
UTTAR DINAJPUR
Raiganj
DAKSHIN DINAJPUR
Balurghat
MALDAH
English Bazar
MURSHIDABAD
Baharampur
Siuri
BIRBHUM
NADIA
BARDDHAMAN
Krishnanagar
Puruliya
PURULIYA
Bankura
BANKURA
Barddhaman
HOOGHLY
Chinsurah
Barasat
Haora
KOLKATA
HAORA
Alipur
Medinipur
WEST MEDINIPUR
Tamluk
SOUTH 24-PARGANAS
NORTH 24-PARGANAS
EAST MEDINIPUR
BAY OF BENGAL